সমুদ্ভাসিত প্রিয়সমাগম

স্মরণিকা ও ডিরেক্টরি

৭ম পলিসি প্ল্যানিং এ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স

৩০ নভেম্বর -১১ ডিসেম্বর, ২০১৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার

সাশ্রয়ী বাহন নৌ পথে পরিবহন

কম খরচে কন্টেইনার পরিবহনে
পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যাবহার করুন

CHITTAGONG PORT AUTHORITY
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সমুদ্ভাসিত প্রিয়সমাগম

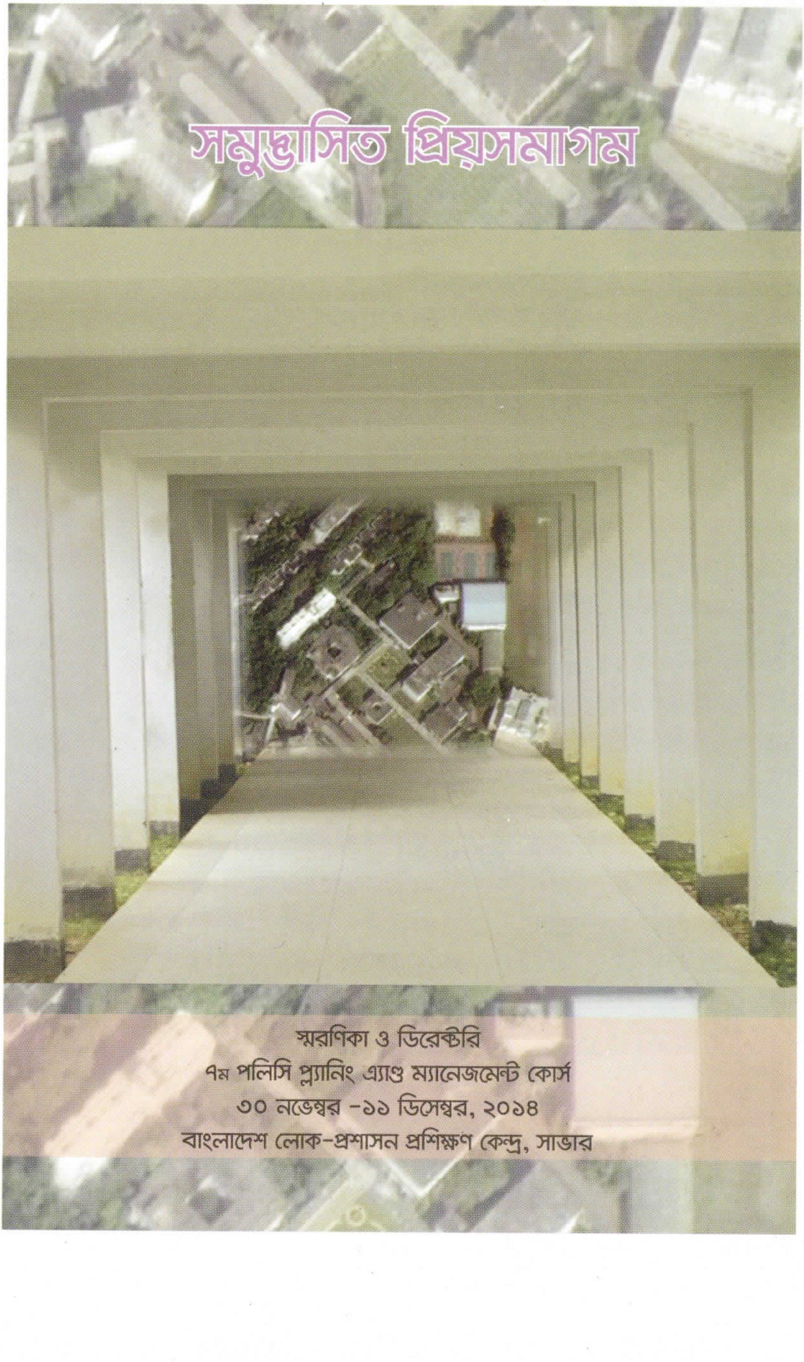

স্মরণিকা ও ডিরেক্টরি

৭ম পলিসি প্ল্যানিং এ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স

৩০ নভেম্বর -১১ ডিসেম্বর, ২০১৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার

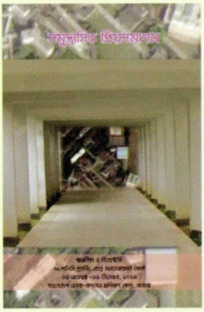

সমুদ্ভাসিত প্রিয়সমাগম

স্মরণিকা ও ডিরেক্টরি

সম্পাদনা

মুশতাক হাসান মুহ: ইফতিখার
এনএম জিয়াউল আলম
অপরূপ চৌধুরী
সুষেণ চন্দ্র দাস

প্রচ্ছদ

মুশতাক হাসান মুহ: ইফতিখার

প্রচ্ছদ পরিচিতি

দৃষ্টরূপে বিপিএটিসি'র ক্যাম্পাস ও সনামধন্য এ জ্ঞানপীঠের লক্ষ্য

প্রকাশক

৭ম পলিসি প্ল্যানিং এণ্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স
এর অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ।
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার

মুদ্রণ

তিথী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফান ঃ ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

প্রকাশকাল

২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সকল অংশগ্রহণকারী সহকর্মী, কর্মকর্তাবৃন্দ, তাঁদের পরিবারবর্গ বিপিএটিসির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শুভানুধ্যায়ী এবং পাঠকের জন্য রইল

বিজয় দিবসের

রক্তিম শুভেচ্ছা

৭ম পলিসি প্ল্যানিং এণ্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

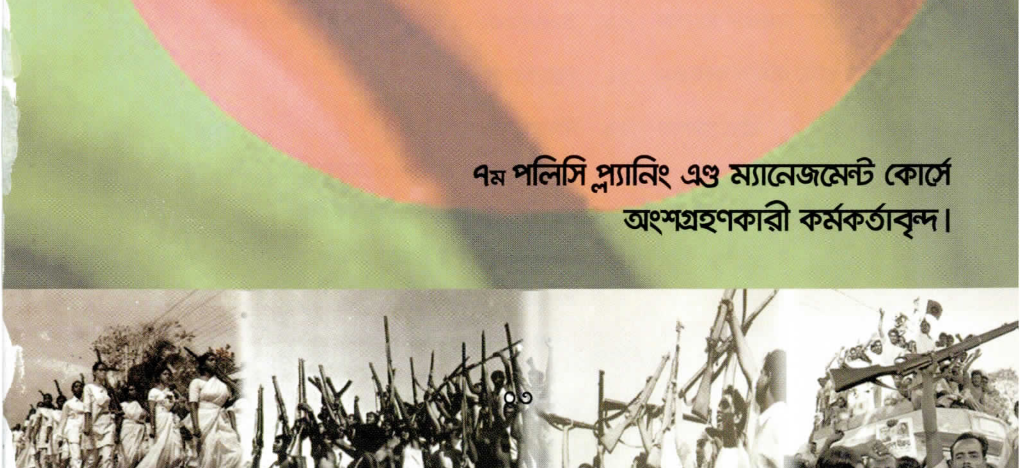

নির্ঘন্ট

খন্দকার মো: ইফতেখার হায়দার	০৫	রেক্টরের বাণী
মো: মাহমুদুল হাসান, পিএইচডি	০৬	বাণী
মুশতাক হাসান মুহ: ইফতিখার	০৭	সম্পাদকীয়
তথ্য ভাণ্ডার	০৯	কত পথ দিনু যে পাড়ি
কথামালা	২৭	কথা-কবিতা-শব্দ-গান
মুশতাক হাসান মুহ: ইফতিখার	২৯	Quality of Unqualified Health Care Providers in Bangladesh: Effects on Maternal and Child health in Rural Bangladesh
সুষেণ চন্দ্র দাস	৩১	উৎপাদনশীলতা ভাবনা
অপরূপ চৌধুরী	৩৩	Development of Eco-tourism & Responsible Tourism in Bangladesh
মাহমুদা মিন আরা	৩৮	ক্রন্দসী
মো: নজরুল ইসলাম	৩৯	Bangladesh Economy and Sea Port
কার্যক্রমের ছবি, ছবিতে কার্যক্রম	৪১	আলোছায়া
প্রিয় সমাগম	৫১	দাঁড়াও দেখি যবে
		কর্মকর্তাগণের তালিকা ও যোগাযোগ
		৭ম পিপিএম কোর্সে অংশগ্রহণকারী
		কোর্স ব্যবস্থাপনা টিমের তালিকা
		সংস্কৃতি ও স্মরণিকা কমিটি
		মেস কমিটি

রেক্টরের বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, ৭ম পলিসি প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (পিপিএম) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাঁদের কোর্স চলাকালীন স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

আশা করি, এই স্মরণিকার মাধ্যমে বিপিএটিসির স্মৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের অন্তরে চিরজাগরুক থাকবে। ১২ দিন ব্যাপী ৭ম পিপিএম কোর্সের অধীনে পলিসি এনালাইসিস, উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলী, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা মডিউল অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বল্প মেয়াদি হলেও এ প্রশিক্ষণটি বেশ নিবিড়।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা এবং সম্পাদিত কর্মের গুণগত উৎকর্ষ সাধনেও এটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রতিদিনের ব্যস্ততম কর্মসূচির মাঝেও জনপ্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের এ উদ্যোগ আগামি কোর্সসমূহের জন্য পাথেয় হিসেবে কাজ করবে বলে আমি আশা করছি। সকল প্রশিক্ষণার্থী বিশেষ করে এ স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি সকল প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

(খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার)
রেক্টর
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাণী

অতিরিক্ত সচিবদের জন্য বিশেষভাবে সাজানো পলিসি, প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্স একটি স্বল্প মেয়াদি কোর্স। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের স্তর এবং পাঠক্রম বিবেচনায় এ কোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। নীতি প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ, দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সম-সাময়িক বিষয়াবলী, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত। কোর্সটি স্বল্প মেয়াদি হলেও অত্যন্ত নিবিড়। সরকারি-বেসরকারি খাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এ কোর্সের অধিবেশন পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সে বিবেচনাতেও এ ধরনের স্বল্প মেয়াদি কোর্স আলাদা গুরুত্ব বহন করে থাকে। চলমান ৭ম পলিসি, প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্সও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ কোর্সে সরকারের ১৫ জন উর্ধতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদি নিয়মিত কোর্সের ন্যায় তাঁদেরও প্রশিক্ষণকালে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে। এ রকম ব্যস্ততার মাঝেও ৭ম পলিসি, প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সহকর্মীগণ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সময়োপযোগী এবং গঠনমূলক এ উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই।

এ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ এবং আমি তাঁদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান
এমডিএস (পি অ্যান্ড এস)
ও
কোর্স পরিচালক
৭ম পিপিএমসি।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রচলিত প্রথা ও মান অনুযায়ী এ স্মরণিকাটি ইংরেজিতে করার কথা। কিন্তু আমাদের মন কেন যেন সায় দিচ্ছেনা। বড় হয়ে দেখা দিল দুটো বিষয়। প্রথমতঃ মনের ভাব প্রকাশ, মনের খোরাক, আবেগ-অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ বিজয়ের এ মাসে যতদূর সম্ভব সংহতি প্রকাশ। তবে সনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানপীঠের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ঘাটতি আমাদের নেই। অন্যভাষার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসারও ঘাটতি নেই। আমরাতো সংগ্রাম করে 'মাতৃভাষা বাংলা'কে প্রতিষ্ঠা করেছি। তাই সকল দেশের ভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কোনদিন মুছে যাবেনা।

দু'সপ্তাহের এ কোর্সে নিয়মিত কর্মসূচির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সকলের মাথায় স্ব স্ব দপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পাদন ঠিকই চেপে আছে। পরিবারের বিষয়টাও আচ্ছন্ন করে রাখে। তার উপর কেইস স্টাডি। সাহিত্য-কলা চর্চার সুযোগ কোথায়? কিন্তু আমরা 'না' বলতে জানিনা। কর্তৃপক্ষের পরামর্শও শিরোধার্য। এ সব মিলে এ স্মরণিকা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীগণকে যদি মনের খোরাক যোগাতে না পারে, তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় বা আমরা ভাষার সাবলীলতা ও ভাষার ব্যাঞ্জনার সমন্বয় ঘটাতে না পারি তবে তার ব্যর্থতা আমার-আমাদের। আশা করি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এ স্মরণিকার নাম নির্ধারণ নিয়ে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সুন্দর অনেক নাম প্রস্তাব হয়েছে। দু'একটি নাম অতুলনীয়। নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমার মাথায় প্রাধান্য পেল যে এ জ্ঞানপীঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ, অনুজ ও অগ্রজপ্রতিম সহকর্মীদের পারস্পরিক দেখাশোনা ও মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় যেন প্রিয়জনদের পুণর্মিলনী। বাস্তবতা ও ভাললাগার বিষয়গুলো একসুত্রে বেঁধে "সমুদ্ভাসিত প্রিয়সমাগম" নামটি চূড়ান্ত হল। সময়াভাবে লেখা কম পাওয়ায় ছবির সংযোজন বেশী ঘটেছে। অনেক সময় ছবির ভাষায় অনেক বেশী কিছু প্রকাশ করা যায় বৈকি।

এ ধরনের স্মরণিকায় কোর্স/ প্রশিক্ষণ এর উপর বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি নিয়ে ২/৩টি লেখা আশা করা যায় বা থাকেও। এখানে ব্যতিক্রম হয়েছে। সময়াভাবে যাহা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কোর্স নিয়ে গঠনমূলক মন্তব্য করা আমি কাম্য বলে মনে করি। এ অভাববোধ থেকেই সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলতে চাই। এ কোর্সের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বিমত নেই। প্রত্যেক সেশনে বিষয়গুলো আলোচনায় যে Concept, যে debate, আর্ন্তজাতিক সহযোগী সংস্থা ও দেশগুলোর প্রত্যাশা ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে- এককথায় তা অসাধারণ। দ্বিমত আছে সময় ও কোর্স ডেলিভারী পদ্ধতিতে। বিশ্বায়নের ফললাভ করতে হলে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহ অবশ্যই বুঝতে হবে কারণ পরিবর্তনগুলো দ্রুত হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব হওয়ার পর চাকুরির মেয়াদ গড়ে কম-বেশী ৩ বছর থাকে। কর্মক্ষেত্রে অত্যোধিক দায়িত্বভার কর্মকর্তাগণকে দু'সপ্তাহ কর্মক্ষেত্রের বাইরে রাখতে নিরুৎসাহিত করে। এ পরিস্থিতিতে পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বা বৈশিষ্ট্যগুলো শ্রেণিকক্ষে আলোচনার পর কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচিতে গিয়ে চিহ্নিত বিষয়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলোচনা করে সমাধান খোঁজা একটি উপায় হতে

পারে। ঐ ধরনের পরিদর্শন কমই কাজে লাগবে যেখানে একপক্ষ কেইস উপস্থাপন করে এবং অন্যপক্ষ প্রশ্ন করে। কেইস স্টাডি সঠিক অর্থে একটি অন্যতম বিষয় হতে পারে এ প্রশিক্ষণের। শর্ত হল কেইস স্টাডি করতে হলে কেইস সম্পর্কে পূর্ব থেকেই পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত থাকতে হবে। অন্যদিকে দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে শ্রেণিকক্ষের রিপোর্ট পড়ে Critically Analysis করে মন্তব্য করতে হয়েছে যা ছিল খুবই উপযুক্ত। যেমন ভারতে কোকাকোলা কোম্পানীর নতুন স্থাপনা সংক্রান্ত সুপেয় পানির সমস্যা এবং খাদ্যশস্য থেকে বায়োফুয়েল উৎপাদন করার বিষয়ে নৈতিকতা/ অগ্রাধিকার, কি ভাল কি মন্দ এসব। তবে শ্রেণিকক্ষে আধাঘণ্টা পাঠ করে এ বিষয়ের ভেতরে প্রবেশ করা কঠিন। আমাদের মনে হয়েছে এ বিষয়গুলোর উপর reading material আগেই সরবরাহ করতে হবে যাতে করে তা পড়ে চিন্তা করে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত সমূহ প্রস্তুত করতে পারি। পরবর্তিতে শ্রেণি কক্ষে "ফলাবর্তন" দেয়াও বেশ ফলপ্রসূ হবে। সমস্যাসংকুল অথচ অর্থনীতিতে ভাল ভূমিকা রাখতে পারে মনে করে মিল্কভিটার বাঘাবাড়ি ঘাট ডেইরী ফার্ম পরিদর্শন করেছি। সমস্যা চিহ্নিত করে কিছু পলিসি নির্দেশনাও দিয়েছি। এটা আমাদের ভাল লেগেছে। তবে ঐ প্রতিষ্ঠানে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জেস তথ্য আমরা পূর্ব থেকে জানতে পারলে আমরা স্বস্তি বোধ করতাম।

ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ১৯৭১ সালের এ মাসেই দেশকে স্বাধীন করেছি। এ আমাদের গর্ব - এ আমাদের অহংকার। কবির ভাষায় তাই বলতে চাই "আমরা বিজয়ীর সন্তান।" কোর্সের তরফ থেকে আমাদের প্রত্যয় দেশকে আমরা গড়ব। সোনার বাংলা গড়তে অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করবো। সালাম ও শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধের নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধের যাঁরা এখনও আমাদের মাঝে থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুদ্ভাসিত রেখেছেন।

এ স্মরণিকায় ভুল ভ্রান্তির অনেক কারণ থাকলেও তার দায়-দায়িত্ব আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ প্রকাশনার মান উন্নত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল। প্রকাশনার কাজে সংস্কৃতি ও স্মরণিকা কমিটির সদস্যদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। বিস্মিত হয়েছি বিপিএটিসির রেক্টর মহোদয় থেকে কোর্স ম্যানেজমেন্ট টিমের প্রত্যেক সদস্যের সহযোগিতা ও আগ্রহের মাত্রা দেখে। একটু যে পিছুটান দেব সে সুযোগ তারা দেননি। কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতা না থাকলে এ স্মরণিকায় কি স্থান পেত? বিপিএটিসি'র ক্যামেরাম্যান জনাব রেজাউল করিম বিশ্বাস না থাকলে এ ভান্ডার, কোন স্মৃতি-সুধায় পূর্ণ করতাম? সংস্কৃতি ও স্মরণিকা কমিটির পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কোর্স এ্যাডভাইজার জনাব খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার, রেক্টর, কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান পিএইচডি, এমডিএস, কোর্স কোঅর্ডিনেটর জনাব মোঃ ফজলুল বারী, পরিচালক এবং দ্বিতীয় কোর্স কোঅডিনেটর ডাঃ বিএম বেনজীর আহমেদ, উপপরিচালকদের প্রতি।

নতুন বছর ২০১৫ বয়ে আনুক সকলের কল্যাণ। সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায়।

মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার
১১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ

তথ্য ভাণ্ডার
কত পথ দিনু যে পড়ি

তবুও হঠাৎ পথে হয়ে যায় দেখা
জলের তলে জলের কান্না বাজে।
নীল স্রোত নামে বেহুলা আলোর রেখা
করতল কাঁপে স্মৃতির শিথিল ভাঁজে।

কবি ও সাহিত্যিক দিদারুল আলম অশ্রু'র কবিতা থেকে নেয়া।

Mr. Mustak Hassan Md. Iftekhar is a senior public servant having 30 years of working experience in various ministries and departments. Presently, he is the Additional Secretary to the Government of Bangladesh. After obtaining his LL-B degree from the University of Rajshahi he eventually earned his spot as Assistant Secretary to the Government of Bangladesh. He also pursued his LL-M degree from the same university in 1984. Later on Mr. Iftekhar pursued his M. Sc. degree in Health Economics from the University of York, UK in 1997 to build his career further. He performed few important and special activities at various times such as preparing Heath, Nutrition and Population Sector Programme (HNPSP) planning document, preparing health part of Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) and review of old-age allowance programme, a social safety-net programme, to find out its design flaws with possible measures to address. He also played a major role in preparing project proposal on 'child rights and child protection' of the Ministry of Women and Children Affairs. Mr. Iftekhar has got special interest in undertaking research and study in the social sector especially in the health sector. He conducted a good number of research and studies jointly with the London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) and independently. He attended a good number of international seminars and conferences abroad mostly relating to HNP and presented paper in one i-HEA conference held in 2005 in Barcelona. He also presented paper in Manila on Bangladesh Social Protection in 2005. In his free time he keeps himself engaged with as freelance consultant. He also attended few prestigious programme such as MATT and super MATT.

Mr. Iftekhar has the hobby of taking photographs and listening music. He thinks of himself as a simple and outgoing person. The landmark events in his life are getting opportunity to serve people and nation; getting married; blessings with two children. The things he loves the most in life are spending time with family and hanging with friends. The kinds of people he would like to meet are ones who are honest and learned. Last but not the least, he dreams of getting opportunity of serving the most disadvantage group in the society.

মোঃ নূরুন নবী তালুকদার ১৯৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলাধীন ছোট্ট সুন্দর গ্রাম গাভারকান্দায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলহাজ্জ মোঃ আব্দুল মজিদ তালুকদার এবং মাতা আয়েশা আখতার খানম। তার শৈশব কেটেছে মা-বাবার স্নেহ-মমতায় এবং প্রিয়জনদের ভালবাসায়। পাশের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বারহাট্টা উপজেলা সদরে অবস্থিত সি কে পি উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৭২ সনে এস.এস.সি পাশ করেন। তিনি নেত্রকোণা সরকারী কলেজ থেকে ১৯৭৫ সনে এইচ.এস.সি এবং ১৯৭৭ সনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ও ১৯৮১ সনে ঢাকা সিটি 'ল' কলেজ থেকে এলএল-বি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষে বিসিএস ১৯৮২ ব্যাচে মুনসেফ হিসেবে বিচার বিভাগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ বিশেষ ব্যাচে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনে তিনি সুদীর্ঘ ২১ বৎসর মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট পদে নোয়াখালী কালেক্টরেটে চাকুরী শুরু করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন উপজেলা ও জেলায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ প্রশাসনে সর্বশেষ বরিশাল বিভাগে বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ প্রশাসনের বাইরে তিনি ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, জেলা পরিষদ সচিব, ঢাকা ওয়াসার সচিব এবং নারকোটিক্সে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি শিল্প মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম-সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

মোঃ নূরুন নবী তালুকদার ১৯৯২ সনে সিনিয়র সহকারী সচিব, ২০০৩ সনে উপ-সচিব, ২০০৬ সনে যুগ্ম-সচিব এবং ২০০৯ সনে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং সভা-সেমিনারে যোগদানকল্পে তিনি থাইল্যান্ড, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক। স্ত্রী শাকিলা হক সাকী ও পুত্র মোঃ আশিক-উন-নবী তালুকদারকে নিয়ে তার ছোট্ট পরিবার।

Mr. Humayun Kabir Khan is presently working as the Director General of the National Science and Technology Museum under the Ministry of Science and Technology, Government of Bangladesh. He is the Additional Secretary to the Government. He obtained LL-B (Hon's) and LL-M degrees from the University of Dhaka. He appeared Bangladesh Civil Service competitive examination held in 1982 and eventually spot his position as Assistant Secretary. He then served in various ministries such as Ministry of then Establishment, Ministry of Livestock and Fisheries, Ministry of Health and Family Welfare, Local Government Division, Ministry of Agriculture, Primary and Mass Education and Ministry of Home affairs, at various capacities. He has also vast experience in the field administration and worked as Upazila Magistrate, Upazila Nirbahi Officer, Additional Deputy Commissioner, Chief Executive Officer of Chittagong Zila Parishad, and Additional Divisional Commissioner. He found that being a civil servant development at local levels involving the community could be ensured upto a satisfactory level. As a result when he got the opportunity of serving Khagrachari Hill District as Deputy Commissioner he used his enthusiasm and sincerity to serving people and community by undertaking all out efforts. He also served as Deputy Director of the Relief Directorate and Director of the Directorate Social Services. He then worked as Member of the Bangladesh Power Development Board.

Apart from the government activities mentioned earlier, Mr. Humayun hast great enthusiasm about the social, knowledge based and professional activities and association. He keeps himself involved with Governing Body of the Bangladesh Shishu Academy, life member of Bangladesh Law Association and also Bangla Academy. He visited various countries such as Singapore, South Korea, India, Sri Lanka, Vietnam, Egypt, Saudi Arabia, Great Britain, Fiji, USA, and Netherlands relating to attending conference, training, study tour and seminar. He spends his leisure time in reading books, travelling, song and hang out with friends. He is blessed with a daughter and one son, who have been studying at various levels.

Mr. Bijon Kumar Baishya is presently working on deputation as the Registrar of Joint Stock Companies & Firms under the Ministry of Commerce. He provides service mainly to the Business Entrepreneurs in the country and abroad. He heads first automated office of Bangladesh Govt. and a group of IT expert workers manages this sort of challenging job through its Head Office and three other Divisional Field Offices. Mr. Baishya obtained his B.A. (Hon's) and Masters Degree in English Literature from the University of Rajshahi. On completion of his studentship, he preferred his career as a Civil Servant. He competed B.C.S. Examination in 1982 and joined as an Assistant Commissioner in the National Institute of Public Administration (NIPA) in 1983. He completed Law Training Course from this Institute and afterwards he served in many Upazilas and District Headquarters in the country. He also served in the Ministries and other Organizations at various capacities till 1995. On promotion as Joint Secretary, he worked in the Economic Relations Division (ERD) and as Director of Bangladesh Forest Industries Development Corporation (BFIDC). He represented Bangladesh in many International forums from ERD esp. as National Coordinator on Paris Declaration Evaluation (PDE) Phase-II. Also performed responsibility of the coordinator in the Global Conference on Bangladesh Development Forum (erstwhile Paris Consortium), an organization of the Development Partners held in 2010 in Dhaka. He also presented country papers on PD Evaluation held in Bali, Indonesia in 2011.

Mr. Bijon has got special interest in sports and culture. He always takes interest to visit historical sites in home and abroad. During leisure, he engages himself in watching TVs and reading books. As an ex-student of English literature he always prefers enjoying drama and listening music. Apart from literature, he also takes interest in studying history, socio-political and socio-economic affairs in the newspapers and magazines. In short, he is an admirer of art and literature as well keen observer on important contemporary issues over the globe. He is blessed with two daughters who are students in the University and High School respectively. His spouse, Mrs. Gopa Bosu is an ideal housewife as well lover of song and music. Lastly, Mr. Bijon is all through a sincere, honest and dedicated service provider for the people of this country.

Mr. Jagodish Roy is presently working as Executive Member of Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) under the Prime Minister's Office in the capacity of the Additional Secretary of the Government of Bangladesh. After being graduated he appeared before the BCS Examination of 1984 and started his carrier as Magistrate at Cox's Bazar in 1986. His successive postings are Assistant Commissioner (Land), Upazila Nirbarhi Officer, Additional Deputy Commissioner, Chief Executive Officer of Zila Parisad. He also held few more positions in the field administration. Prior to joining in the BEZA, he served as Secretary of Hindu Religious Welfare Trust under the Ministry of Religious Affairs and Member of the Civil Aviation Authority under the Ministry of Civil Aviation and Tourism.

Mr. Roy hails from the district of Gopalgonj. Mr. Roy is fond of music and gossiping with friends and family members. His wife is also serves with the government. They are blessed with two kids. The elder one is daughter and a medical student and the other is son and studying at St. Joseph's college in Dhaka.

Mr. Sushen Chandra Das is now working as Additional Secretary (Admn.) in the Ministry of Industries. He obtained post graduation degree in Botany from the University of Chittagong. He joined the government service as a member of BCS (Administration) in 1986. Mr. Sushen was posted at the various levels of district administration such as Assistant Commissioner & Magistrate, Upazila Nirbahi Officer and Additional Deputy Commissioner. Al the Bangladesh Secretariat, he served as Deputy Secretary in various ministries and Sececretary of Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC). In the capacity of Joint Secretary, Mr. Sushen worked in the Ministry of Youth & Sports and Managing Director of Hi-Tech Park Authority under Ministry of Information and Communication Technology. He has taken part in several trainings and has also made a trip to Singapore and U.K. for the training Managing At The Top (MATT-2). Besides he has travelled to India, Lao PDR, Mongolia, South Korea, China, Japan and Philippine for official seminar/workshop and trainings.

He holds the position of Councilor in ICMAB as government nominee, also as Director of Urea Fertilizer Factory Ltd. and Reckit Benckiser (BD) Ltd. He is married with Mrs. Gita Sarkar, M.Com. now shoulders the family and blessed with two son both are University students.

Mr. Kamal Krishna Bhattacharyya is an Additional Secretary to the government of Bangladesh. Presently he is working in the Ministry of Railways. He earned his Master Degree in History from the University of Dhaka. He passed the BCS examination in the year 1984 and joined as Assistant Commissioner and Magistrate in the year of 1986. He Successively held the positions of Upazila Nirbahi Officer Assistant Commissioner, Additional Deputy Commissioner ADC in different districts and Deputy commissioner in the district Jamalpur. He was posted as Joint Secretary in the Ministry of Commerce and later promoted to the position of Additional Secretary on February 8, 2012. He attended various trainings in home and abroad. He presented country paper a Trade Marks at Dezan in South Korea in 2005; on Trade Policy of Bangladesh at Geneva in Switzerland in 2010 and 'Railways Connectivity of Bangladesh in South South West Asia' at New Delhi in India in 2014. He also chaired the SARRC Countries Trade Policy Meeting at Kunming in China in 2012.

In his leisure time he loves to pass his time with family. He is also fond of travelling home and abroad. His better half is a house wife. They are blissful with only one son, who studies in Medical Science. He has been in the Civil Service long 29 years and servicing his duty with perfect love and for the benefit of the country and her people.

Mr. Md. Nazrul Islam is the Additional Secretary to the Government of Bangladesh and is presently serving as Member of Chittagong Port, the largest sea port and one of the largest service providing organisations of Bangladesh for consecutively more than 5 years. Chittagong Port is the lifeline of Bangladesh handling 94% of export and import cargoes, thus plays a vital role in Bangladesh economy. Mr. Islam plays an important role in policy making like labour management, establishment and operation of private container depot, framing of Payra sea port and Deep sea port laws, tariff of Pangaon container terminal and also reviewing tariff of Chittagong Port. He enjoys his service by providing services to the people that are really challenging and full of excitement. After obtaining B.Sc. (honours) and M.Sc. degrees from the University of Rajshahi, he served as Senior Officer in the Bangladesh Krishi Bank. Facing the Bangladesh Civil Service competitive examination, Mr. Islam eventually earned his spot as civil servant as Assistant Commissioner in 1986. He worked at district administration at the various capacities starting from Assistant Commissioner, Thana Nirbarhi Officer, Additional Deputy Commissioner and Chief Executive Officer of Zila Parisad. Mr. Islam has acquired vast knowledge through attending various types of training in home and abroad, especially on port operation and management. He also attended some seminars and conferences in abroad and visited several important sea ports of the world.

During his free time, he gets engages with coaching youngest daughter, reading religious books, watching television especially sports channels and Peace TV channel. He is blessed with three kids and the kids especially the youngest sweet one likes his company very much. His eldest daughter has got married and her husband is now serving as Upazila Nirbahi Officer of Baliakandi in the district of Rajbari. He has been in the civil service for 29 years and he really enjoys it.

Mr. Reaz Ahmed is presently working as transport Commissioner, Department of Govt. transport under Ministry of Public Administration. Mr. Reaz obtained his B.A (Hons.) and Masters degree in Economics from Chittagong University. Then he started his service as Assistant Commissioner and Magistrate in 1986. He also pursued his 2nd Masters degree in public Policy and management from Northern University in 2014.

He has been in the Civil Service for 29 years and served as Magistrate UNO, ADC and DC in the field Administration. He is blessed with two kids and the kids like his company very much.

Mr N M Zeaul Alam, Additional Secretary, Cabinet Division, at present is monitoring the activities of the district and field administration and some other activities assigned to him by the Cabinet Division. He started his career as Assistant Commissioner as a member of the Bangladesh Civil Service (Administration) in 1986. Prior to that he obtained BSc (Hons) and MSc in Botany from the University of Chittagong. He is from BCS'84 batch. He did another Masters' from the University of Brac on Governance and Development in 2006. He served in almost all the core posts of the field administration like Magistrate, Assistant Commissioner (Land), UNO, ADC, ADM, DC(Deputy Commissioner) and Divisional Commissioner. Again he served as Senior Assistant Secretary, Deputy Secretary and Joint Secretary in different Ministries/Division. He also served as Deputy Project Director of a project of the ultra poor.

In his long career Mr. Zeaul participated actively in different meetings; workshops; seminars; regional, bi-lateral and multilateral meeting on trade negotiations in the country and abroad. He led Bangladesh delegation to SAFTA, BIMSTEC and APTA negotiation meeting. And joined Ministerial Meeting of those regional trade agreements. He actively worked on the signing of trade agreement between Bangladesh and India on the export of apparel from Bangladesh in 2007. At the national level he was the Co-chair of GoB-DP LCG from the Cabinet Division. He had undergone a number of professional training at home and abroad. He visited several countries including Thailand, United Arab Emirates, Pakistan, UK, Sweden, Finland, Nepal, India, Bhutan, SriLanka, Singapore and Malysia. He joined different seminars and workshops as speaker and or panelist. He has experiences in organizing different national, social and cultural events in his workplace. He faced the natural disaster 'Aila' while he had been working as DC Khulna in 2009. He has a unique experiense to establish a women college in Chitalmari, Bagerhat in 1995 while working as UNO. He has been rewarded with National Award named 'Innovation Award' for outstanding contribution in digitization activities of Sylhet Division in 2012. Mr Zeaul is Married and blessed with three daughters. His favorite pastime is watching TV.

Mr. Aparup Chowdhury, Chairman, Bangladesh Parjatan Corporation was born on 1 November, 1959 at Chittagong. He is an Additional Secretary to the Government. He had his M.Sc. in Zoology, MBA in Human Resource Management and Ph.D. degree for a research work on 'Functions of NGOs on Disaster Management in Bangladesh : An empirical study on performance and pitfall". He started his carrier as a Junior Executive in Bangladesh Oxygen Ltd. After competitive BCS Examination, he joined Bangladesh Civil Service Administration Cadre as Assistant Commissioner and Magistrate on 21 January, 1986 in Kishoreganj District. He has 28 years of service experience with increasing responsibilities in both field administration and Ministry. He served in different Upazilas and districts in different capacities as Upazila Magistrate, NDC, RDC, UNO, Additional Deputy Commissioner and Deputy Commissioner.

Prior to joining as Chairman, BPC, he was DC, Bagerhat, worked for Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Environment and Forests as Joint Secretary and Additional Secretary. He also worked for a World Bank supported project "Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection" among some the South-East Asian Countries as Project Director. He is a member of Bangladesh Tourism Board, Bangladesh Services Limited and Hotels International Limited. While working in Ministry of Environment and Forests he was actively engaged in formulation of Environment Policy, 2012; Wildlife (Protection and Security)Act,2010 ; Guidelines for Eco tourism in Saint Martins Island, and Climate Change Diplomacy. He has visited around 50 countries for study as well as to attend Trainings, Meetings, Conferences, workshops and Climate Change Negotiations. He was a member of Transitional Committee for Green Climate Fund. He is interested in Travelling, Internet Navigation, Face booking, Listening music and poems and watching TV during his leisure time. He is blessed with a daughter and a son.

Mr. Biman Kumar Saha ndc is a Additional Secretary to the Government of Bangladesh and currently working as secretary Bangabandhu Krirasheby Kalyan Foundation Under Ministry of Youth & Sports. He was born in 1st January 1958 in Bogra town. He obtained B.Com (Hons) and M. Com in Accounting from the University of Dhaka. Besides, he received another graduation degree "ndc" from National Defence College, Mirpur Dhaka. A member of BCS Administration Cadre, he joined the civil Service in 1983. He started his career as a probationer in lalmonirhat SDO's Office. He performed earlier various important responsibilities, under upazila and District Administration. He received extensive training on Administration and Public Management from home and abroad. Among those a training course on Nutritution Management from Hanoi Medical University in Vietnum, Strengthening capacity development of BCS officer from University of Putra in Malaysia and Governance and Public Administration from Singapore Civil Service College are most mentionable.

He is married and blessed with two daughters. He spend leisure time in gossiping with friend circle, watching T.V. listening to Tagores songs and modern Bengali songs.

Mrs. Mahmuda Min Ara is presently posted as Additional Secretary (Officer on Special Duty). Ministry of Public Administration. Mrs. Mahmuda obtained Honours and Masters Degree in Social Welfare from University of Dhaka in Bangladesh. After obtaining her Honours Degree from the University of Dhaka she eventually earned her spot as civil servant as Assistant Secretary in 1986. She served in different Ministries at various capacity starting from Assistant Secretary to Joint Secretary. She has highly involved with policy planning at various Ministries and Divisions such as M/O Public Administration, Finance Division, Energy and Mineral Resources Division, M/O Land, M/O Cultural Affairs etc. She also served as Director in the Public Service Commission.

During her free time she engages in cooking and decoration her home. She likes traveling and listening music. The things she loves most in life are spending time with her only daughter, who studying abroad and hanging with friends. Her idea of the perfect day would start with pray to Almighty Allah.

Mr. Miah Abdullah Mamun is posted as an officer on special duty (Additional Secretary) under the Ministry of Public Administration. He obtained his B.Sc.Ag (hon's) degree from the Bangladesh Agricultural University in the year of 1981. He then joined Bangladesh Agriculture Development Corporation as an Assistant Director (Seed Production). Later on he appeared in Bangladesh Civil Service examination held in 1984 and joined in the civil service as an Assistant Commissioner in the of year 1986. He served as an Assistant Commissioner, Upazila Nirbahi Officer and Additional Deputy Commissioner in various districts. He was posted as Deputy Commissioner in the district of Thakurgaon and Additional Divisional Commissioner in the district of Rangpur division. He also received MBA (finance) from the Peoples University of Bangladesh in service in the year of 2009. It is mentionable that as an Additional Divisional Commissioner he had been given the responsibility of organizing the newly created Rangpur division and he deployed his whole sincerity on it. While he had been organizing the newly created Rangpur division as Additional Divisional Commissioner, he witnessed the cooperation, and enthusiasm of people from all walks of life.

Mr. Mamun has special interest in field jobs and he spent almost 23 years in different capacities mentioned earlier. He found that it's not difficult to serve people at their expectation levels with whatever resources government allocate for a district. However, he found that coordination among various government offices, interference, enthusiasm, weak supervision, accountability and the like remains rather a big challenge. He also worked at policy and planning levels in the Ministry of Social Welfare, Ministry of Defence and Bangladesh Election Commission. He attended a good number of seminars, conferences and trainings in different countries like China, Vietnam, India, Singapore and Thailand. Mr. Mamun is a member of a happy family and is blessed with two kids. His daughter Myesha Maliha Binte Mamun is a student of A' levels at S.F.X Green herald International School and his son Muhaiminul Muntakkim is a student of class 9 at Residential Model School and College, Mohammadpur, Dhaka.

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ১৯৮৪ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি চেয়ারম্যান (অতিঃ সচিব), বিআইডব্লিউটিসি, তে কর্মরত। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারী সহকারী কমিশনার পদে নওগাঁ জেলার চাকরি জীবন শুরু করেন। পরবর্তিতে তিনি মাঠপর্যায়ে মুক্তাগাছা-ময়মনসিংহ, সিরাজদিখান-মুন্সীগঞ্জ, বকসীগঞ্জ-জামালপুর, কুলিয়ারচর-কিশোরগঞ্জ জেলায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চাকরি করেন। তিনি যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে কাজ করেছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব ও উপসচিব হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে উপ-মহাপরিচালক পদে চাকরি করেন। সে সুবাদে আদমশুমারি ২০১১ ও অর্থনৈতিক শুমারী-২০১৩ এর উপ-জাতীয় সেন্সাস কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব রহমান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন HPSP এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ে থাকাকালীন চাইল্ড লেবার ইলিমিনিশেন পলিসি প্রণয়ণে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। শ্রম মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকার সময়ে ILO -র সহযোগিতায় 'চাইল্ড লেবার ইউনিট' নামে একটি ইউনিট স্থাপন করেন। একই সময় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সংস্থা "Youth Employment Network" - এর সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় নিজের গ্রামের স্কুলে। তারপর মাদারীপুর জেলা স্কুল থেকে এসএসসি এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা থেকে এইচএসসি এবং সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএসসি (ফলিত গণিত)-তে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সক্রিয়ভাবে ভারত হতে প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এটা তার গর্ব। চাকরি জীবনে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী কোর্স ও সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, কাতার, চায়না, সুইজারল্যান্ড, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, হংকং ও আমেরিকা সফর করেন।

তার স্ত্রী ফারহা আহমেদ। তাদের দুই মেয়ে, ও এক ছেলে। তাদের নাম (১) তাসনিয়া নুরান (২) জান্নাতুন। নুর সামিরা ও ছেলে মোঃ আজমান রহমান।

"লেখার রেখার পিঞ্জর খুলে যে কথা উড়িয়া যায়,
শিল্পীর তুলি সেই কথাগুলি ধরিয়া রাখিতে চায়,
তুলির তিলক কালে মুছে যায়, লেখা হয়ে যায় বাসি
কালের কপোলে টোল খেয়ে উঠে তাহাদেরই হাসি রাশি।"

কথা মালা
কথা-কবিতা-গান

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা

শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র কবিতা থেকে নেয়া।

Quality of Unqualified Health Care Providers in Bangladesh: Effects on Maternal and Child Health in Rural Bangladesh.

Mustak Hassan Md. Iftekhar
Dr. Ahmed Mustafa
Syed Azizur Rahman Ph.D

Objectives: The objective is to assess the quality and extent of services provided by Unqualified Health Care Providers (UHCPs) in rural Bangladesh and to explore the possibility of integrating their services in public health care system.

Background: UHCPs are the gateway for seventy percent of the population lives in rural Bangladesh, prescribing allopathic medicine without or limited training and knowledge. Women and children patients mostly depend on them. Information about quality of services delivered by them and its contribution to maternal and child health in rural areas is inadequate. This study is an attempt to reduce information gaps.

Methods: A combination of qualitative and quantitative approaches has been employed. Ninety-eight UHCPs, twenty-two key informants were interviewed. Twenty-two facilities were surveyed; twenty treatment protocols of UHCPs were reviewed. Districts have been selected purposively and sub-districts and unions randomly covering four million population.

Results: Half of the UHCPs were found completed 10th grade of schooling and most of them received some sort of medical training. Most common training was village doctor course. Eighty-five percent of the UHCPs provide maternal and child healthcare and most of them do not have professional qualification on these areas. Low-cost, proximity, accessibility and modes of payment were found main factors to use their services. Unnecessary use of antibiotics and antihistamine was detected. For ante-natal and post-natal check-up majority did not follow standard protocol. Wrong prescriptions in serious cases like eclampsia were reported.

Conclusion: Unqualified health care providers are deep-rooted in the rural societies of Bangladesh. Health services provided by them cannot be ignored. Immediate elimination is also not possible. Similar situation prevails almost in all developing and least developing countries. By providing appropriate training and under professional supervision their services can be integrated in primary healthcare system. Findings may help Bangladesh in taking policy decisions on how to integrate them in the system and thus help achieve realth related goals of MDGs.

Key words: Unqualified health care providers, quality, access, maternal and child health, main streaming.

*Additional Secretary, Government of Bangladesh and Health Economist. mustak.iftekhar@gmail.com

#Deputy Chief, Health Economics Unit. Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh and Health Economist. dramheu@yahoo.co.uk

**Assistant Professor, Health Services Administration, College of Health Science, University of Sharjah, UAE and Health Economist. syrahman@sharjah.ac.ae

Note: The paper was presented at 11th Annual International Conference on Health Economics, Management & Policy, 25-28 June 2012, Athens, Greece and at the 2nd World Congress on Integrated Care, 23-25 November 2014, Sydney, Australia.

উৎপাদনশীলতা ভাবনা

*সুষেণ চন্দ্র দাস

শুরুতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে তেমন ধারণা ছিল না। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি ও বিবর্তন) পর্যায়ে দেখানো হল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পেলে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়া যায় না । রাগনার নার্কস এর দারিদ্রের দুষ্টচক্রে উৎপাদনশীলতা দরিদ্রতার এক অন্যতম নিয়ামক। ছকে দেখালে যা দাড়ায় ঃ

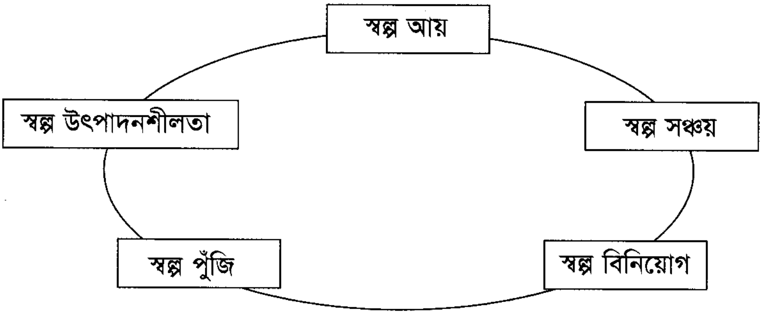

সাধারণভাবে উৎপাদন হল কোন কিছু সৃষ্টি বা নির্মাণ। অন্য কথায় উৎপাদন হল শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমান । উৎপাদনশীলতা হল উৎপাদন ও উপকরণের আনুপাতিক হারঃ

$$\text{উৎপাদনশীলতা (Productivity)} = \frac{\text{উৎপাদন (Output)}}{\text{উপকরণ (Input)}}$$

ধরা যাক কোন কোম্পানীতে কর্মরত ১০ জন শ্রমিক মাসে ১০০ টি রেডিও তৈরী করে। রেডিওর চাহিদা বাড়ায় ঐ কারখানায় আরও ৫জন শ্রমিক নিয়োগ করা হল । ১৫ জন মিলে ১মাসের ১৫০ টি রেডিও প্রস্তুত করল। এতে উৎপাদনের পরিমান বাড়লেও উৎপাদনশীলতা বাড়েনি। কারণ বর্ধিত উৎপাদনের জন্য বর্ধিত ইনপুট দিতে হয়েছে। তবে ১০ জন শ্রমিক যদি ১ মাসে ১২০ টি রেডিও প্রস্তুত করে বা ১৫ জন শ্রমিক ১ মাসে ২০০ টি রেডিও উৎপাদন করে তবে উৎপাদনশীলতা বাড়ে ।

উৎপাদনশীলতার সুফল অনেক। উৎপাদনশীলতা বাড়লে প্রকৃত আয় বাড়ে। এতে জনগণের পণ্য বা সেবার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। অবসরের সুযোগ, উন্নত আবাসন, শিক্ষা, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে উন্নত পরিবেশ বজায় রাখতে উৎপাদনশীলতা সক্রিয় সহায়ক।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন মূলধন ও বিনিয়োগ, শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন / উন্নয়ন , দক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। উৎপাদনশীলতার কাজে জাপানের কাইজান এপ্রোচ বহুল অনুসরন করা হয়েছে। তার অনুসঙ্গ ৫ং প্রয়োগ ও অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার সুফল এনেছে। সময়ের পরিবর্তনে উৎপাদনশীলতার সাথে অনেক উপাদান যুক্ত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে পণ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায়

প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। উৎপাদনশীলতার ক্ষেএে Knowledge Management এর প্রয়োগ নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে । বস্তুগত সম্পদ সীমিত কিন্তু জ্ঞান-সম্পদ অসীম। কার্যকর এ বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন ও পণ্যের উন্নতমান নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে সমাজ ও জনগণ সমভাবে উপকৃত হয়। সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে। সামাজিক সমস্যা সমাধানসহ সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়। Knowledge Management এর ব্যাপ্তি বর্তমানে পণ্য ও সেবা, বাজার, নীতি, আচরণ ও ঐতিহ্য সকল ক্ষেত্রেই নতুন প্রবতন ও মাত্রা যুক্ত করেছে।

সাধারণভাবে বিনিয়োগ বাড়লে প্রবৃদ্ধি বাড়ে। কিন্তু উৎপাদনশীলতা না বাড়লে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় না। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নে এমনই মত দেয়া হয়েছে।

সূচক	অর্থবছর ২০১১-১২ প্রকৃত (লক্ষ্যমাত্রা)	অর্থবছর ২০১২-১৩ প্রকৃত (লক্ষ্যমাত্রা)	অর্থবছর ২০১৩-১৪ প্রকৃত (লক্ষ্যমাত্রা)	অর্থবছর ২০১১২০১৩ প্রকৃত (লক্ষ্যমাত্রা)
প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি	৬.৭(৬.৭)	৬.৩ (৭.০)	৬.০(৭.২)	৬.০(৭.২)
বিনিয়োগ(জিডিপির %)	২৫.১(২৪.৭)	২৬.৬(২৬.৮)	২৬.৮(২৯.৬	২৬.২(২৭.০)

ছকঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অগ্রগতি

(সূএ -৬ষ্ঠ পরিকল্পনা,বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়)।

দেখা যায়, ১ম বৎসরে বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২য় বৎসরে বিনিয়োগ লক্ষ্যের কাছাকাছি হলেও প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যের নিম্নে। ৩য় বৎসরে বিনিয়োগ হলেও আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয় নাই। গড় হিসাবেও প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। মূল্যায়ন সভায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না হওয়াই এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

শেষ কথাঃ আমরা যখন চাকরিতে যোগদান করি তখন শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করি। প্রশিক্ষণ নেই, চাকরি স্থায়ী হয় , দক্ষতা বাড়ে, পদোন্নতি হয়। শিল্প ক্ষেত্রে শুরুতে অস্থায়ী বা শিক্ষানবিশ শ্রমিক, প্রশিক্ষণ নিয়ে আধাদক্ষ বা মধ্যদক্ষ পরে দক্ষ এবং অধিকদক্ষ হই। এরপর আরো দক্ষতা বাড়লে আমরা প্রফেশনাল হই। এরপর হাইলি প্রফেশনাল। এরপরতো আর থেমে থেকে যায়না। তখন শুধূ উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি আর উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ০০০০০০০।

(উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে লেখা থেকে।)

* অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

Development of Eco-tourism and Responsible Tourism in Bangladesh.

Aparup Chowdhury*

Introduction

Bangladesh is a land of immense beauty embraced with a good number of serpentine rivers.We have the world heritage The Sunderbans which is the world's largest mangrove forest and the habitat of critically endangered species The Royal Bengal Tiger. We are proud of our Cox's Bazar sea beach which is the longest (120 km long) unbroken sandy beach of the world. Shat gambuj Masjid (Sixty tomb mosque) of Bagerhat is another world heritage and Kantajeu Temple of Dinajpur is UNESCO heritage which is famous for Terakota. Tangua haor of Sunamganj is Ramsar site which is the habitat of a large number of flora and fauna and famous for migratory birds in winter season. One can watch both Sunrise and Sunset from the same place of Kuakata sea beach in Patuakhali district. Paharpur and Mohastangar are famous for ancient civilization. Three hill districts, Rangamati, Khagrachari and Bandarbans comprising One fifth area of our country are beautifully decorated by God where 13 indigenous group of people live who have diversified social, cultural and ritual norms and life style. Millions of tourists from home and abroad visit those areas to enjoy sights and sounds of our beautiful Bangladesh..

Concept of Eco-tourism

While climate change has been a crucial issue in the question of sustainable tourism, eco-tourism has drawn much attention of world leaders. International Ecotourism Society (IES) defines eco-tourism as: "responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the welfare of local people".The Australian Commission on National Ecotourism Strategy (NES) calls it: "nature-based tourism that involves education on natural environment and is managed to be ecologically sustainable". These destinations are often remote areas, whether inhabited or uninhabited, and are usually under some kind of environmental protection at the national, international, community or private level.

Ecotourism strives to minimize the adverse effects of hotels, trails, and other infrastructure by using either recycled materials or plentifully available local building materials, renewable sources of energy, recycling and safe disposal of waste and garbage, and environmentally and culturally sensitive architectural design. Minimization of impact also requires that the numbers and mode of behavior of tourists be regulated to ensure limited damage to the ecosystem (Ecotourism and Sustainable Development", Author - Martha Honey).

Ecotourism means education for both tourists and residents of nearby communities. Well before departure tour operators should supply travelers with reading material about the country, environment and local people as well as a code of conduct for both the travelers and the industry itself. This information helps prepare the tourist as The Ecotourism Societies guidelines state "to learn about the places and peoples visited" and "to minimize their negative impacts while visiting sensitive environments and cultures".

Ecotourism is not only "greener" but also less culturally intrusive and exploitative than conventional tourism. Whereas prostitution, black markets and drugs often are by-products of mass tourism, ecotourism strives to be culturally respectful and have a minimal effect on both the natural environment and the human population of a host country. This is not easy, especially since ecotourism often involves travel to remote areas where small and isolated communities have had little experience interacting with foreigners.

Eco-tourism in Bangladesh:

Bangladesh itself as a whole is an eco-tourism destination. There is a plenty of eco-tourism attractions lying hither and thither of this land. A desire to establish eco-tourism in Bangladesh has been demonstrated for many years. And therefore, eco-tourism has been emphasized in the tourism planning process. The government has enacted laws to ensure pollution free environment and these are being implemented by the Department of Environment. These are environment Policy 1992 and Bangladesh Environment Protection Law 1995(amended in 2010). The National Tourism Policy framed in 2010 also emphasizes the eco-tourism development as well as preservation and conservation of natural and cultural products. These reflect government's keen interest and high priority to create clean and green environment and eco-tourism development in the country.

As per Article 18(A) of our constitution, we have constitutional obligation to conserve our nature and Biodiversity which includes Forest Ecosystem, Wetland Ecosystem and Wildlife. Bangladesh sincerely believes that the eco-tourism marketing & conservation of bio-diversity are complementary to each other and together make tourism and conservation activities sustainable if a synergy through proper management can be developed. Eco-tourism can bring improved income and living standards for local people. Eco-tourism can revitalize local culture, especially traditional crafts and customs. It can stimulate

Largest Mangrove Forest, Sundarbans

the rural economy by creating demand for agricultural products and through infrastructure development project; it can inject capital into rural area. So for vigorous eco-tourism marketing for the benefit of all sharers, there needs interactions among the local community groups and leaders and the local authorities.

Earlier in Bangladesh the tourism activity was centered at the beaches and some other attractive areas. But of late, this idea has been changed. Conservation of nature and culture is the most important theme of all planned tourism development. Ecotourism is understood as a key element in the current tourism development, which can play a very vital role in the promotion and development of tourism industry. Tourism businessmen and planners understand that it is such kind of tourism development, which shows respect to heritage and culture, protects & preserves environment and provides knowledge to the visitors and welcomes them.

In Bangladesh, there is a vast potential to develop and promote ecotourism. The Sundarbans is the gold mine for ecotourism and pride of Bangladesh. Besides this, other ecotourism products include tea plantations in greater Sylhet, hilly green areas of Hill Districts, sandy beaches at Cox's Bazar and Kuakata, rivers, lakes, forest and wildlife, glorious tribal life and the simple life style of the village people. These tourism products have tremendous demand in the tourism markets of the world.

Bangladesh is engaged in a continuous endeavor to integrate her ecotourism resources through planning, management and appropriate use, based on the following principles: (i) optimum multiple use of the resources; (ii) maximum sustainable use; and (iii) conservation and development of natural resources. When we promote and sell our tourist products (for example, the Sundarbans, the Hill Districts, Cox's Bazar) we have to make sure that the resources, such as the forests with their numerous varieties of trees, plants, herbs and their animals are not destroyed or overexploited.

Concept of Responsible Tourism

Responsible tourism is like sustainable tourism, however as often the word sustainability is often overused and not understood, responsible tourism has been adopted as a term used by industry. Responsible tourism is any form of tourism that can be consumed in a more responsible way. The Cape Town Declaration, 2002 describe the Responsible Tourism in the following manner:

"Responsible tourism is tourism which:

- minimizes negative social, economic and environmental impacts;

- generates greater economic benefits for local people and enhances the well-being of host communities;

- improves working conditions and access to the industry;

- involves local people in decisions that affect their lives and life chances;

- makes positive contributions to the conservation of natural and cultural heritage embracing diversity;

- provides more enjoyable experiences for tourists through more meaningful connections with local people, and a greater understanding of local cultural, social and environmental issues;

- provides access for physically challenged people;

- is culturally sensitive, encourages respect between tourists and hosts, and builds local pride and confidence.

Potentials of Promoting Responsible Tourism in Bangladesh

Responsible travel is about discovering and re-discovering how to experience nature and to be in it, feeling it, smelling it and learning about it rather than just looking at it. Through this they replenish their souls. They would rather get out on foot than sit in a big bus, and are determined to leave no physical evidence of their visit but their footprints.

The responsible traveler understands local peoples relationship with environment, and that income from tourism can be a powerful incentive for conservation. The responsible traveler values diversity - diversity of people, culture and environment. Responsible tourists believe that they can grow as individuals through these experiences, and that their trip can make a positive contribution towards conserving global diversity.

Bangladesh being a natural disaster-prone country and its most of the tourists attractions are vulnerable to climate change, hence responsible tourism can be an effective way for developing sustainable tourism here. In this regard, Bangladesh may focus on making aware its tourism stakeholders like tour operators, travel agencies, tourism service providers, moreover the policy and plan implementing organization, so that an optimal benefit can be reaped. Through promoting the responsible tourism, a balance can be stricken for economic benefit, environmental benefit and Social benefit. Through the active participation of local people in tourism policy framing and project implementation, benefit will cascade down to the local people.

Primarily, Bangladesh may focus promoting responsible tourism based on its natural sites (Subndarbans, Chittagong Hill Tracts (CHT), Lawachhara Forest and Tangua Haor in Sunamganj) and cultural heritage sites (Paharpur, Mahasthangarh, Kantajeu Temple and 60-dome Mosque). As a part of promoting responsible tourism in the country, Bangladesh Parjatan Corporation has already initiated some programs for local community awareness in tourism and encouraging their livelihood through tourism activities. Last year, it organized 4 day-long workshops at the four cultural heritage sites of Bangladesh as mentioned above. Currently, it is imparting 5-day long 'Local Tour Guide Training' to 30 local youths (both male and female) from each site of the 4 said heritage sites. Through this training program, a total of 120 youths will be developed as local tour guides. These trained up tour guides will help local income generation from tourism as well as preservation of local tourism attractions. Apart from these, for the promotion of local food of above-mentioned 4 heritage sites, trainings on 'Food Production and Selling in Hygienic Manner' will be imparted soon to the local women and men and restaurant related people.

All these activities ultimately will contribute to the promotion of responsible tourism in Bangladesh. All these programs are being carried out under the ADB sponsored South Asia Tourism Infrastructure Development Project (SATIDP), which is being implemented jointly by Department of Archaeology (DOA) and Bangladesh Parjatan Corporation (BPC).

Conclusion:

Both Ecotourism and Responsible Tourism demand a more holistic approach to travel, one in which participants strive to respect, learn about and benefit both the local environment and local communities. For development of ecotourism and responsible tourism in Bangladesh, we need well-trained people, multilingual guides with skills in natural and cultural history, environmental interpretation, ethical principles and effective communication. We need ecotourism and responsible tourism related projects to educate members of the surrounding community, schoolchildren of the host community. Although tourism often is superficially hailed as a tool for building international understanding and world peace, we understand this does not happen automatically. We all need to work hard for eco-tourism and responsible tourism development in Bangladesh. Since the nation is famous for hospitality and we have smile in face and warm hospitality in heart we are ready to welcome tourists to visit our beloved motherland.

Author: *Chairman, Bangladesh Parjatan Corporation.

ক্রন্দসী

মাহমুদা মিন আরা

সৈকতে ঝাউবন
ভেসে গেছে জোয়ারে
চৈতালী জোছনায়
মুখ তার ধোয়ারে । ।
চুল বুলি মৌটুসী
বনফুল রাঙাতে
মায়াবতী ঘুমপরী
এলো ঘুম ভাঙ্গাতে
রঙধনু প্রজাপতি
ভেসে এলো হাওয়াতে
স্বপ্নের দ্বার খুলে
মেঘে আসা যাওয়াতে ।
শিউলীর রাঙা ঠোঁটে
টলমল শিশিরে
আধো স্বরে বলে যায়
"ভোর হলো নিশি রে"
শিশিরে মুখ ঢেকে
কাঁদে চাদ একাকী
কুয়াশার প্রান্তরে
পাতে তার দেখা কি?

Bangladesh Economy and Sea Port.

Md. Nazrul Islam
Additional Secretary
Member, Chittagong Port Authority.

Trade and commerce is directly related with economic development and prosperity. Trade and commerce has been started as a derived demand from pre-historic period. It is expanded by the course of time and also by the increased demand. Most of the international trade is done by waterways through seaport due to cost effectiveness and efficiency. Many countries in the world like Singapore, UAE etc. become rich exploring the seaports. Bangladesh has enormous possibility to become a rich country in near future using its geo-strategic location and seaports.

Though Chittagong Port started its journey back to the 4th century BC, officially it came under the frame of law in 1887. During the first year of official inauguration Chittagong Port handled only 50 thousand metric tons of cargo and gradually it has been multiplied enormously. Last year Chittagong Port handled around 48 crore metric tons of cargo. During 1977 i.e. almost after a cuntury of its official inauguration Chittagong Port handled only 6 Containers for the first time in the history and gradually last year it handled more than 16 lac 22 thousand TEUs. During the last 22 years the average cargo and container handling growth rate is around 9% and 10% respectively per annum. If the growth continues steadily, the amount of cargo and container handling will stand at 100 crore metric tons and 30 lac TEUs respectively during 2021. It is also remarkable that the Chittagong custom house earned 35% of the total revenue of the country through Chittagong Port.

Nepal, Bhutan and North-Eastern States of India are looking for transit facilities using Bangladeshi Ports due to its geo-strategic location in the international shipping route. Recently, China also has expressed its interest for transit facilities through Bangladeshi Ports for its Southwest region. If Bangladesh provides the above transit facilities then in near future the volume of transit/transshipment cargo will be more than domestic cargo and subsequently huge revenue will be earned from this sector.

One of the main pre-requisite for smooth handling of export-import cargo through Port is enhancing the capacity/efficiency of the Port and custom as well as building proper and sufficient facilities for cargo transportation. To cope with the future demand and to provide transit facilities to the neighbouring countries the capacity of the existing ports should be enhanced remarkably and in the long run Deep Sea Port should be constructed.

At present the hinterland connectivity of the existing Ports is inadequate. Especially the hinterland connectivity of the recently established Paira Port is

quite undeveloped. Also there is no rail connectivity with Mongla Port. On the other hand, Chittagong Port is well connected through rail, road and waterways, but this connectivity has a lot of limitations. Bangladesh railway can carry only 10% of total export-import cargo due to shortage of locomotive and wagon and also for single track between Dhaka and Chittagong. Though 55% Cargo transported through road, the worst surface condition of Dhaka-Chittagong highway and traffic congestion make the cargo transportation time and cost high, consequently it impacts on commodity prices. Also 25% cargo transported through inland waterways, which is lagging draft and other conditions. Therefore, to transport export-import cargo easily in minimum time and cost it is necessary to expedite the construction of Dhaka-Chittagong double railway track, 4-lane Dhaka-Chittagong highway and the draft of Dhaka-Chittagong inland waterways should be increased reasonably. It is also necessary to develop existing communication system further to provide transit facilities to India, Nepal, Bhutan and China. Transit facilities will be easier if Asian highway is constructed. As Inland waterway is cost effective and environment friendly, now it is the demand of time to construct more Inland Container Terminals through public as well as private initiatives.

One cannot think the development of a country without using power and energy. Establishment of coal-fired power plant is the most cost effective way of power generation. For the coal-fired power plant the jetty facilities for unloading imported coal should be established in the coastal area where the draft of the sea is highest and the impact on environment is less. Generation and supply of power to the industries at cost effective way will contribute to the national economy. For this the appropriate location may be selected from Coxs-bazar, Chittagong, Noakhali, Patuakhali and other coastal areas. It should be mentioned here that, due to limited facilities for berthing bigger vessels and big feeder vessels at Rampal Upazila of Bagerhat district may be risk and expensive to establish coal fired power plant there.

The economy of Bangladesh will be benefited enormously if it can cope with the increasing demand and provide transit facilities to the neighboring countries through development, expansion and modernization of the existing Port as well as establishment of Deep-sea port with a balance development of hinterland facilities (Rail, Road and Inland water-ways). It is expected that the seaports will play a vital role to become Bangladesh a middle-income country in 2021 and a developed country in 2041. In this regard, the government should take necessary initiative on priority basis.

আলোছায়া
কার্যক্রমের ছবি, ছবিতে কার্যক্রম

সর্ষের খেতের দিকে চেয়ে থাকি
অঘ্রাণে যে ধান ঝরিয়াছে
তাহার দু-এক গুচ্ছ তুলে নিই,
চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে।

বিশুদ্ধতম কবি জীবনানন্দ দাশের 'কখন সোনার রোধ নিভে গেছে' কবিতা থেকে নেয়া।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রেক্টর জনাব খন্দকার মো: ইফতেখার হায়দার

উদ্বোধন অধিবেশনের একাংশ

উদ্বোধন অধিবেশনের একাংশ

জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, পি.এইচ ডি, কোর্স পরিচালক এর বক্তব্য

রেক্টর মহোদয়ের সঙ্গে ৭ম পি পি এম সি এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

সংস্কৃতি ও স্মরণিকা কমিটির সদস্যবৃন্দ

মেস কমিটির সদস্যবৃন্দ

অধিবেশন পরিচালনায় কোর্স পরিচালক

অধিবেশনের একাংশ

সাভার ব্র্যাক সিডিএম পরিদর্শন

রেক্টর কর্তৃক ব্র্যাক সিডিএম কর্তৃপক্ষকে বিপিএটিসি-এর ক্রেস্ট প্রদান

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাভার জয় রেস্তোরাঁয় ব্রিফিং

শাহাজাদপুর রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি মিলনায়তনে ব্রিফিং

রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি পরিদর্শন

মিল্কভিটা প্রকল্প সম্পর্কে ব্রিফিং

কেন্দ্রীয় দুগ্ধ সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানকে বিপিএটিসির ক্রেস্ট প্রদান

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়

বাথান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে নৌকা ভ্রমন

বাথান পরিদর্শন

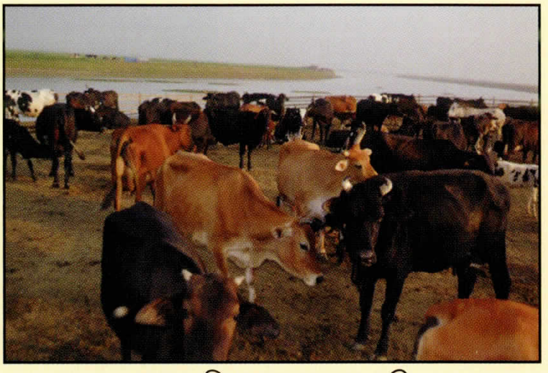

বাথানে বিচরণরত দুগ্ধজাত গাভী

কাজিরহাট-পাটুরিয়া ফেরি পারাপারের সময় কেন্টিনে আলাপরত

প্রিয় সমাগম
দাঁড়াও দেখি যবে

দুর্গম-গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাণ্ডারী হুশিয়ার। কবিতা থেকে নেয়া।

List of Participants

Sl. No.	Name, Designation, Working Place & ID Number	Contacts
1.	Mustak Hassan Md. Iftekhar (2100) Officer on Special Duty (Additional Secretary) Ministry of Public Administration	O R 9116390 M 01819260277 E mustak.iftekhar@gmail.com
2.	Mr. Md . Nurun Nabi Talukder (1030) Director General (Additional Secretary) Bureau of NGO Affairs	O 9562837 R 58153288 M 01819331343 E khan10656@yahoo.com
3.	Mr. Md. Humayun Kabir Khan (1429) Director General (Additional Secretary) National Science & Technology Museum	O 9112084 R 9346757 M 01819260277 E mustak.iftekhar@gmail.com
4.	Mr. Bijon Kumar Baishya (2153) Registrar (Additional Secretary) Joint Stock Company and Firms	O 8149401 R 9674122 M 01711173017 E bijon_kumar@hotmail.com
5.	Mr. Jagodish Roy(3365) Executive Member (Additional Secretary) Bangladesh Economic Zones Authority Prime Minister's Office	O 8180117 R 9118708 M 01190258149 E jagodishroy@gmail.com
6.	Mr. Sushen Chandra Das (3368) Additional Secretary Ministry of Industries	O 9563559 R 9334221 M 01552-374792 E schandradas@yahoo.com
7.	Mr. Kamal Krishna Bhattacharyya (3377) Additional Secretary Ministry of Railways	O 9576933 R 9146337 M 01711506117 E bhattacharyya.kamal@yahoo.com
8.	Mr. Md. Nazrul Islam(3389) Member (Additional Secretary) Chittagong Port Authority	O 031-2526004 R M 01199375278 E map@cpa.gov.bd

List of Participants

Sl. No.	Name, Designation, Working Place & ID Number	Contacts
9.	Mr. Md. Reaz Ahmed (2348) Transport Commissioner, Department of Govt. Transport	O 9563421 R 9511440 M 01712-000063 E reazahmed61@gmail.com
10.	Mr. N M Zeaul Alam (3394) Additional Secretary Cabinet Division	O 9513301 R 9013454 M 01987000014 E zeaulcab@yahoo.com
11.	Mr. Aparup Chowdhury (3446) Chairman (Additional Secretary) Bangladesh Porjoton Corporation	O 8833229 R 9124699 M 01741301000 E aparup.chy@gmail.com
12.	Mr. Biman Kumar Saha, ndc (3182) Secretary (Additional Secretary) Bangabondhu Krirasebi Kallyan Foundation	O 9573570 R 9136286 M 01746716731 E bksaha58@gmail.com
13.	Mahmuda Min Ara (2174) Additional Secretary Ministry of Public Administration	O R 8061722 M 01552486385 E mahmuda2147@gmail.com
14.	Miah Abdullah Mamun (2305) Officer on Special Duty (Additional Secretary) Ministry of Public Administration	O R 9137321 M 01715-039317 E mamun_abdullah1958@yahoo.com
15.	Mr. Md. Mizanur Rahman (2485) Chairman (Additional Secretary) Bangladesh Inland Water Transport Corporation	O 9554100; 9567780 R 8357959 M 01755559701 E mizanurbd@yahoo.com

Course Management Team 7th PPMC

Sl. No.	Name & Designation	Contacts
1.	Khandker Md.Iftekhar Haider Rector & Course Advisor 7th PPMC	O 7745028 M 01711382132 E rector@bpatc.org.bd
2.	Mr. Md. Mahmudul Hassan, PhD MDS (P&S) & Course Director 7th PPMC	O 7745027 M 01915730440 E hassan377@yahoo.com
3.	Mr. Md. Fazlul Bari Director & Course Coordinator 7th PPMC	O 7746611 M 01715003232 E bari4240@gmail.com
4.	Mr. BM Benojir Ahmed Deputy Director & Course Coordinator 7th PPMC	O M 01733797252 E drbenojir@gmail.com

Cultural and Souvenir Committee

Name & Designation	Responsibility
Mustak Hassan Md. Iftekhar (2100) Officer on Special Duty (Additional Secretary) Ministry of Public Administration	Chairperson
Mr. N M Zeaul Alam (3394) Additional Secretary Cabinet Division	Member
Mr. Aparup Chowdhury (3446) Chairman (Additional Secretary) Bangladesh Porjoton Corporation	Member
Mr. Sushen Chandra Das (3368) Additional Secretary Ministry of Industries	Member

Mess Committee

Name & Designation	Responsibility
Mr. Bijon Kumar Baishya (2153) Registrar (Additional Secretary) Joint Stock Company and Firms	President
Mr. Md. Nazrul Islam(3389) Member (Additional Secretary) Chittagong Port Authority	Treasurer
Mahmuda Min Ara (2174) Additional Secretary Ministry of Public Administration	Member

বিশ্বের বিস্ময় অপরূপা বাংলার অনন্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে -
ছুটির অবকাশে এই তো সময় কাটিয়ে আসার, আনন্দ বিনোদনে !
পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি
পর্যটন মোটেল, বগুড়া
পর্যটন মোটেল, রাজশাহী
পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি
পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর
হোটেল পশুর, মংলা
হোটেল নে টং, টেকনাফ
পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা
পর্যটন মোটেল, সিলেট
ভ্রমন করুন, অজানাকে জানুন
ছুটির অবসরে
হারিয়ে যান প্রকৃতির মাঝে
রূপময় বাংলাদেশ
পর্যটন মোটেল, রংপুর
হোটেল শৈবাল, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার
পর্যটনের আতিথেয়তা গ্রহন করুন
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
পর্যটন তথ্য কেন্দ্র:
হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - ফোন: ৮৯১৪৪১৬
সেন্ট্রাল রিজার্ভেশন - ফোন: ৯৮৯৩৭১০
পর্যটন প্রধান কার্যালয়
ফোন: ৮৮৩৪৬০০, ফ্যাক্স: ৮৮৩৩৯০০, হেল্পলাইন: ১৩৮০৩
ই-মেইল: info@parjatan.gov.bd, bpcreservation@yahoo.ca
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
সরকারি পর্যটন সংস্থা | www.parjatan.gov.bd

ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ

সদরঘাট থেকে গাবতলী ও নারায়ণগঞ্জ থেকে টঙ্গী
ভায়া কাঁচপুর, ডেমরা নৌ-পথে চালু করা হয়েছে
বিআইডব্লিউটিসির দ্রুতগামী **ওয়াটার বাস**

প্রতিদিন যথাক্রমে ১ ঘণ্টা ও ২ ঘণ্টা পরপর ওয়াটার বাস
সদরঘাট, গাবতলী ও টঙ্গী ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে ছেড়ে যাবে ।

সম্মানিত যাত্রীসাধারণকে ওয়াটার বাসে ভ্রমণের আমন্ত্রণ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন
বিআইডব্লিউটিসি